দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ JUN 28 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিমুখ ৫ শতাধিক শিক্ষক

দুই শতাধিক শিক্ষক প্রাইভেট ভার্সিটি ও এনজিও'র সঙ্গে সম্পৃক্ত

২৮২ জন ছুটিতে ● উচ্চ শিক্ষায় ধস নামার আশংকা

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে ভিসির দেয়া তথ্য

॥ মিজানুর রহমান ॥

নতুন বেতন কাঠামোও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাইরের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতা রোধ করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৪৯০ জন শিক্ষকের মধ্যে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক বর্তমানে একাডেমিক কার্যক্রম বিমুখ। এদের অনেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। এতো অধিক সংখ্যক শিক্ষকের একাডেমিক কর্মকাণ্ড বিচ্ছিন্ন থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকদের এ প্রবণতায় দেশের উচ্চ শিক্ষায় ধস নামবে বলে আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ গতকাল (৭ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(২০শ পৃঃ পর)

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে চেয়ারম্যানের বক্তব্যে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় না দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে ও কনসালটেন্সিতে শ্রম ও মেধা ব্যয় করছেন। কনসালটেন্সির মাধ্যমে যদি গবেষণা জ্ঞানের প্রায়োগিক প্রতিফলন ঘটে এবং তা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে বিঘ্নিত না করে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখে সে ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ থামিয়ে দেয়া যায় না। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেধা ও পাণ্ডিত্বের দিকে তাকিয়ে থাকে দেশ ও জাতি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞানচর্চার মূল দায়িত্বের কথা আমাদের ভুলে থাকার অবকাশ নেই। সিনেট অধিবেশনে ভিসির দেয়া তথ্য মতে, বর্তমানে ১ হাজার ৪৯০ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৮২ জন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। এরমধ্যে ১৬৮ জন শিক্ষা ছুটিতে, ৬৮ জন অসাধারণ ছুটিতে এবং ১৮ জন শিক্ষক অননুমোদিতভাবে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। এ ১৮ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক বর্তমানে রাজধানী ও বাইরের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও পূর্ণকালীন আবার কোথাও খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। এদের বেশির ভাগই খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষকরা ব্যাপক হারে জড়িয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমও কমে গেছে। বর্তমানে সাড়া জাগানো গবেষণা হয় না বললেই চলে। শিক্ষকদের বাইরে ব্যস্ততার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ও জার্নালগুলোও নিয়মিত বের হচ্ছে না। এর ফলে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন আর তেমন কোন খ্যাতিমান পন্ডিত বের হচ্ছেন না। দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ব্যবহার করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বাড়িয়ে থাকেন। আর এ কারণেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পার্টটাইম জবের প্রবণতাও বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের পার্ট টাইম জব ও কনসালটেন্সির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এর ফলে শিক্ষকরা লাগামহীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসব শিক্ষকদের শিক্ষা ও মূল্যবান সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকরা বলেছেন, কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম জবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অপরদিকে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের এ প্রবণতার সমালোচনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, ফার্মাসী অনুষদ, আইন অনুষদ,আই বি এ ইনস্টিটিউট, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এবং কলা অনুষদের ইংরেজিসহ কয়েকটি বিভাগের অনেক শিক্ষক কনসালটেন্সি এবং পার্টটাইম জব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মার্কেটিং বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, শিক্ষকদের বাইরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে পড়ালেখার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বেই। তিনি শিক্ষকদের এ প্রবণতার জন্য কম বেতন স্কেলকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, তবে দায়িত্বশীল শিক্ষকরা সব ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল। আর যারা ফাঁকি দেয় তারা সব জায়গায়ই ফাঁকি দেয়। অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র আল আমিন জানান, ক্লাস শেষে তারা তাদের পাঠ বোঝার জন্য শিক্ষকের রুমে আসলে অনেক শিক্ষককে খুঁজে পান না। অনেক শিক্ষক কোন পূর্ব নোটিস না দিয়েই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন।

সূত্র মতে, যে সকল শিক্ষক বিভিন্ন প্রাইভেট বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদের মধ্যে হাতে না মাত্র কয়েকজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ছুটি বা 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) নিয়েছেন। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তাদের আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দেয়া থেকে রেহাই পাবার জন্য আবেদন করেছেন। অভিযোগ রয়েছে, ওভার হেড চার্জ না দেয়ার লক্ষ্যে অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে এক প্রকার লুকিয়ে পার্ট টাইম চাকরি ও কনসালটেন্সি করছেন।

স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত পাঁচ বার জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ ২০০৫ সালের পে-স্কেল অনুযায়ী একজন অধ্যাপক ১৬ হাজার ৮০০ টাকা (সর্বনিম্ন), সহযোগী অধ্যাপক ১৫ হাজার টাকা (সর্বনিম্ন), সহকারী অধ্যাপক ১১ হাজার টাকা (সর্বনিম্ন), এবং প্রভাষক ৬ হাজার ৮০০ টাকা (সর্বনিম্ন) মাসিক বেতন পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বেতন ৪৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো থাকলে শিক্ষকদের অন্য কাজ করার প্রবণতা কমে যাবে। বাণিজ্য অনুষদের এক শিক্ষক বলেন, কম বেতনই শিক্ষকদের বাইরের কাজে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। এজন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বেতন বাড়াতে হবে। তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাইরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে বলে তিনি মনে করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ ক ম শহীদুল্লাহ বলেন, একজন শিক্ষক কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম জব করবেন, তবে তার নিজ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন শেষে।

মজুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে পার্টটাইম ও কনসালটেন্সির প্রবণতা অব্যাহত থাকলে দেশের উচ্চ শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হওয়ার কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখি হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে আইন করে এবং শিক্ষকদের একটি স্ট্যান্ডার্ড বেতন স্কেল প্রদান করে অবশ্যই এ প্রবণতা বন্ধ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, আইনগত বিধান অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ও পার্টটাইম জব বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ই পারে এ বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে।